## প্রশ্ন: সংস্কৃত সাহিত্যে বানভট্টের কৃতিত্ব বিচার কর।

সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের আকাশে বাণভট্ট এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ। কেননা তার হাত ধরেই সংস্কৃত গদ্য সাহিত্য পুষ্টি লাভ করে। সবচেয়ে বড়ো কথা, বাণভট্টই একমাত্র লেখক যিনি তাঁর রচনায় নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

**ব্যক্তি পরিচয়:** বাণভট্ট তাঁর ব্যক্তি পরিচয় তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থে অর্থাৎ 'হর্ষচরিত' গ্রন্থের প্রথম আড়াই উচ্ছ্বাসে এবং 'কাদম্বরী' গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি শ্লোকে নিজের আত্মপরিচয় তুলে ধরেছেন-

বাণভট্ট কানাকুঞ্জের অন্তর্গত হিরণ্যবাহু বা শোন নদীর তীরবর্তী প্রীতিকূট নামক ব্রাহ্মণ প্রধান জনপদে বাৎসায়ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পুরুষাণুক্রমিক তাঁর পরিচয় হল-কুবেরের পুত্র পশুপতি, পশুপতির পুত্র অর্থপতি, অর্থপতির পুত্র চিত্রভানু, চিত্রভানুর পুত্র এই বাণভট্ট। আর তাঁর মায়ের নাম হল রাজদেবী মতান্তরে রাজ্যদেবী। বাণভট্ট ছিলেন হর্ষবর্ধনের সভাপতি। তাঁর সম্রাটদত্ত উপাধি হল-'বশ্যবাণী কবি চক্রবর্তী'। কেউ কেউ বলেন বাৎস্য গোত্রীয় বাণভট্টের আসল নাম ছিল-দক্ষ।

বাণভট্টের আবির্ভাব কাল এবং গ্রন্থরচনা কাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা না গেলেও এটাই সঠিক বলে প্রমাণিত হয় যে, তিনি যেহেতু হর্ষবর্ধনের সভাপতি ছিলেন, তাই হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালকে চিহ্নিত করতে পারলেই (রাজত্বকাল ৬০৬-৬৪৬/৬৪৭ খ্রিঃ) বাণভট্টের গ্রন্থ রচনা কালটি নিশ্চিত হয়ে যায়। অর্থাৎ তিনি সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধেই গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন। এবং তাঁর আবির্ভাব কাল হিসেবে আরও বিশ-ত্রিশ বছর কী তারও পেছনকে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

**গ্রন্থপরিচয়:** বাণভট্ট দুটি গ্রন্থ রচনা করেন-

(ক) হর্ষচরিত এবং (খ) কাদম্বরী। প্রথমটি আখ্যায়িকা শ্রেণির রচনা এবং দ্বিতীয়টি 'কথা' জাতীয় রচনা। উভয়গ্রন্থই গদ্যে রচিত।

**হর্ষচরিত:** গ্রন্থটি ৮টি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত। যার মধ্যে প্রথম আড়াই উচ্ছ্বাসে বাণভট্ট নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন এবং বাকি উচ্ছ্বাসগুলিতে পৃষ্ঠপোষক হর্ষবর্ধনের জীবন কাহিনি চিত্রিত করেছেন। এককথায় বলা যায়, হর্ষচরিত গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল হর্ষবর্ধনের পরিবার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সমাজচিত্র অঙ্কন। এই গ্রন্থে করুণরসের আধিক্যই বেশি করে পরিস্ফুট হয়েছে। হর্ষচরিত ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত একখানি কাব্য বিশেষ। এই গ্রন্থেই বাণ তাঁর পূর্বসূরী অর্থাৎ ভাস, কালিদাস প্রমুখ নাট্যকারের নাম উল্লেখ করেছেন।

**কাদম্বরী:** এই গ্রন্থটি বাণভট্টের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, যা গদ্যে রচিত রোমান্স এমনকি অসম্পূর্ণ। বাণভট্টের পুত্র ভূষণভট্ট মতান্তরে পুলিন্দ/পুলিন্দ্র গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। গ্রন্থটির উৎস হিসেবে বলা যায় কথাসরিৎসাগরে বর্ণিত রাজা সুমন সেনের কাহিনি অবলম্বনে আখ্যান ভাগ রচিত। কাদম্বরী কাব্যের মূল কাহিনিটি গড়ে উঠেছে উজ্জয়িনীর রাজপুত্র চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে গান্ধর্ব রাজকন্যা কাদম্বরীর প্রণয় কাহিনি। তবে আবার এই মূল কাহিনির পাশাপাশি যে উপকাহিনিটি যুক্ত হয়েছে তা হল পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার প্রণয় কাহিনি।

কাদম্বরী কাব্যটি দুটি ভাগে বিভক্ত-পূর্ব ভাগ এবং উত্তর ভাগ। পূর্ব ভাগ বাণভট্টের রচনা এবং উত্তর ভাগ তাঁর পুত্র ভূষণ ভট্টের রচনা ধরা হয়। পূর্ব ভাগের কাহিনির মধ্যে আছে দুটি কাহিনি যা জাবালি মুনির মুখ দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথম কাহিনিতে জাবালি শুকপাখির কথা বলেছেন। আর দ্বিতীয় কাহিনিতে তারাপীড় ও তাঁর মন্ত্রী শুকনাসের কথা এসেছে। তারপর রাজকুমার চন্দ্রাপীড় ও মন্ত্রীপুত্র বৈশম্পায়নের কাহিনি শুরু হয়েছে। অতঃপর অচ্ছোদ সরসীতীরে মহাশ্বেতার সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের সাক্ষাৎকারের পর মহাশ্বেতা পুণ্ডরীকের প্রণয়কথা ও ক্রমে চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর প্রেমকথার বর্ণনা এতে যুক্ত হয়েছে।

উত্তর ভাগের কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে-অভিশাপের কথা, দৈববাণীর কথা, দেহবসানের কথা, পুনরায় প্রাণ ফিরে পাওয়ার কথা এবং শেষ পর্যন্ত চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর সুখী দাম্পত্য জীবনের কথা।

‘কাদম্বরী’ শব্দের অর্থ হল সুরা। সুরার প্রভাবে মানুষ যেমন আত্মহারা হয়, তেমনি কাদম্বরী পাঠেও মানুষ আত্মহারা হয়ে যায়। অর্থাৎ কাদম্বরী গ্রন্থের মাহাত্ম্য অসাধারণ। এই কাদম্বরীকে উপজীব্য করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে ‘কাদম্বরী চিত্র’ নামক প্রবন্ধ রচনা করেন এবং বলেন–

> “সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যে যে দুই তিনখানি উপন্যাস আছে তাহার মধ্যে কাদম্বরী সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে.. সমস্ত কাদম্বরী কাব্য একটি চিত্রশালা।”

বাণভট্ট বিরচিত ‘কাদম্বরী’ সংস্কৃত সাহিত্যের তথা বিশ্বসাহিত্যের এক অনন্য ও জটিল প্রণয়োপখ্যান। গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তু মূলত তিনটি জন্মের পটভূমিতে গড়ে ওঠা দুটি জোড়া প্রেমিক–প্রেমিকার অমলিন ও চিরন্তন ভালোবাসার গল্প। কাহিনীটির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরী এবং পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার প্রণয়কথা, যা নানা বাধা–বিপত্তি, অলৌকিক ঘটনা, অভিশাপ এবং পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে এক পূর্ণতা লাভ করে।

বাণভট্টের এই রচনায় কেবল পার্থিব প্রেম নয়, বরং জন্মান্তরবাদ, নিয়তির অমোঘ প্রভাব, প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য এবং মানবেতর ও অলৌকিক জগতের সাথে মানবীয় অনুভূতির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এখানে দেখানো হয়েছে যে খাঁটি প্রেম নশ্বর দেহের সীমানা পেরিয়ে আত্মায় আত্মায় মিলন ঘটায়, যা মৃত্যুকেও পরাজিত করতে সক্ষম।

**রচনাবৈশিষ্ট্য**: বাণভট্টের লিখনশৈলী ও কাব্য বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত সাহিত্যজগতে এক অনন্য ও অতুলনীয় কীর্তি। তাঁর রচনারীতিকে পণ্ডিতেরা **‘পাঞ্চালী রীতি’** বলে অভিহিত করেছেন।নিচে বাণভট্টের প্রধান কাব্য বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হল-

১. **দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার :** বাণভট্টের গদ্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো অত্যন্ত দীর্ঘ ও জটিল সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার। অনেক সময় তাঁর কাব্যের একটিমাত্র বাক্য বা বর্ণনা কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে বিস্তৃত থাকত, যা পাঠকের ধৈর্য ও মেধার পরীক্ষা নেয়।

২. **শ্লেষ ও অন্যান্য অলংকারের প্রাচুর্য :** তিনি 'শ্লেষ' অলংকার (একটি শব্দের একাধিক অর্থ) ব্যবহারে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাঁর প্রতিটি লাইনের অন্তরালে একাধিক গভীর অর্থ লুকিয়ে থাকে। শ্লেষ ছাড়াও তিনি উপমা, রূপক, বিরোধাভাস এবং উৎপ্রেক্ষা অলংকারের চমৎকার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, যা তাঁর রচনাকে অলঙ্কৃত ও জমকালো করে তুলেছে।

৩. **নিখুঁত ও অতি-বিস্তারিত বর্ণনা :** যেকোনো দৃশ্য, বস্তু বা ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়ার সময় বাণভট্ট অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত রূপ ফুটিয়ে তুলতেন। রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য, যুদ্ধের ময়দান, তপোবনের শান্ত পরিবেশ কিংবা কোনো চরিত্রের রূপ বর্ণনা—সবকিছুই এমনভাবে করতেন যা পাঠকের চোখে ছবির মতো ভেসে ওঠে।

৪. **প্রকৃতি ও মানবচরিত্রের মেলবন্ধন :** তাঁর লেখনীতে প্রকৃতি জড় বস্তু নয়, বরং মানুষের মতোই জীবন্ত ও অনুভূতিশীল। বিন্ধ্য অরণ্য বা পম্পা সরোবরের বর্ণনা এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। হর্ষচরিত এবং কাদম্বরী—উভয় গ্রন্থেই তিনি মানবচরিত্রের সুখ, দুঃখ, প্রেম, বিরহ ও ভক্তির মতো জটিল মানসিক অনুভূতিগুলো নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

৫. **ওজোগুণ ও শব্দের ঝংকার :** তাঁর গদ্যে 'ওজোগুণ' বা বীরত্ব ও গাম্ভীর্যের ভাব প্রবল। তিনি এমন সব সংস্কৃত শব্দ নির্বাচন করতেন যা পড়ার সময় কানে এক অপূর্ব ধ্বনিমাধুর্য বা ঝংকার সৃষ্টি করে। পদ্যের ছন্দ না থাকলেও তাঁর গদ্য পদ্যের মতোই সুরময়।

৬. **রস সৃষ্টিতে পারদর্শিতা :** বাণভট্টের কাব্যে প্রধানত শৃঙ্গার (প্রেম) এবং বীর রস প্রাধান্য পেলেও তিনি করুণ, ভয়ানক ও অদ্ভুত রসেরও সফল অবতারণা করেছেন। 'কাদম্বরী' কাব্যে মহাশ্বেতার পুণ্ডরীকের জন্য বিরহ বিলাপ বা 'হর্ষচরিত'-এ যশোমতীর সহমরণের দৃশ্য পাঠককে গভীরভাবে আবেগ তাড়িত করে।

বাণভট্ট কেবল একজন কবি বা লেখক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সংস্কৃত গদ্যের একচ্ছত্র সম্রাট। তাঁর প্রতিভা সংস্কৃত সাহিত্যকে এক নতুন ভাষা ও রূপ দিয়েছে, যার গভীরতা এবং সৌন্দর্য পরবর্তী দেড় হাজার বছরেও ম্লান হয়নি।